দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17.2.86
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

017

ওদের শিক্ষার উপায় কি ?

শীতের সকালে পরীক্ষার ফলাফল প্রদানের জন্য ছোট ওয়ান, বড় ওয়ান (গ্রামের শিশুদের কথিত) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের বিদ্যালয় মাঠে সারি দিয়ে বসানো হয়েছে। সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহেবের অনুরোধে আমাকে ফলাফল বলতে হলো। প্রথমে জানতে চেয়ে ওদের সম্মিলিত জওয়াব পেলাম ওরা সবাই উপরের শ্রেণীতে উঠতে চায়। কিন্তু আমার হাতে মাত্র কিছুসংখ্যক শিশুর নামের তালিকা। কিভাবে এই শিশুদের হতাশ করি ? বাধ্য হয়ে মাত্র তালিকাভুক্ত শিশুদের নাম বললাম। অনেক শিশু, ওরা পাস ফেলের কি বোঝে ? নাম বললেই খুশি হতো। অনেকের সঙ্গে একটি শিশুকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম বলেছি ? মেয়েটি জবাব দিল না বলেননি। মেয়েটিকে দেখেছি রাস্তার ধারে মাঠে মাঠে গোবর কুড়াতে। যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কিভাবে ওরা পাস করবে ? দুই বৎসর আগেও দেখেছি ঐ বিদ্যালয়ে মাত্র তিনজন শিক্ষক, আশপাশের কয়েকটি বিদ্যালয়ে ১ জন কিংবা ২ জন শিক্ষক। কিছুদিন আগে বিদ্যালয় প্রতি দুই-একজন শিক্ষক দেয়া হয়েছে। ছাত্র অনুপাতে প্রতি বিদ্যালয়ে আরো ৩/৪ জন শিক্ষক প্রয়োজন। পার্শ্ববর্তী একটি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকও নেই। যেসব শিশুকে জ্বালানীর জন্য গোবর কুড়াতে হয় তারা গৃহশিক্ষক পাবে কোথায় ? তাহলে কি ঐ নিষ্পাপ শিশুদের লেখাপড়া হবে না, ওদের মুখে কি ভাষা ফুটবে না ? কিংবা কিভাবে ফুটবে ? এসব প্রশ্নের জবাব কে দেবে ? সামনে ফেব্রুয়ারী মাস। দেশের জন্য বিগলিত হৃদয়ের শুধু বক্তৃতা দিয়ে

জনমত

নয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণের সন্তানদের সুশিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। এ ব্যাপারে আমি দেশের শিল্পপতি, বিত্তবান, শিক্ষক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি আর শিক্ষা বিভাগ তথা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের আরো সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

—মজিবর হোসেন চৌধুরী, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বাঘাপুর উচ্চ বিদ্যালয় আবদুল্লাপুর কেরানীগঞ্জ ঢাকা।